অলংকারের মান নিয়ন্ত্রণে করণীয়

সমিত ঘোষ অপু
সহ-সভাপতি
বাজুস

এক নজরে স্বর্ণশিল্প

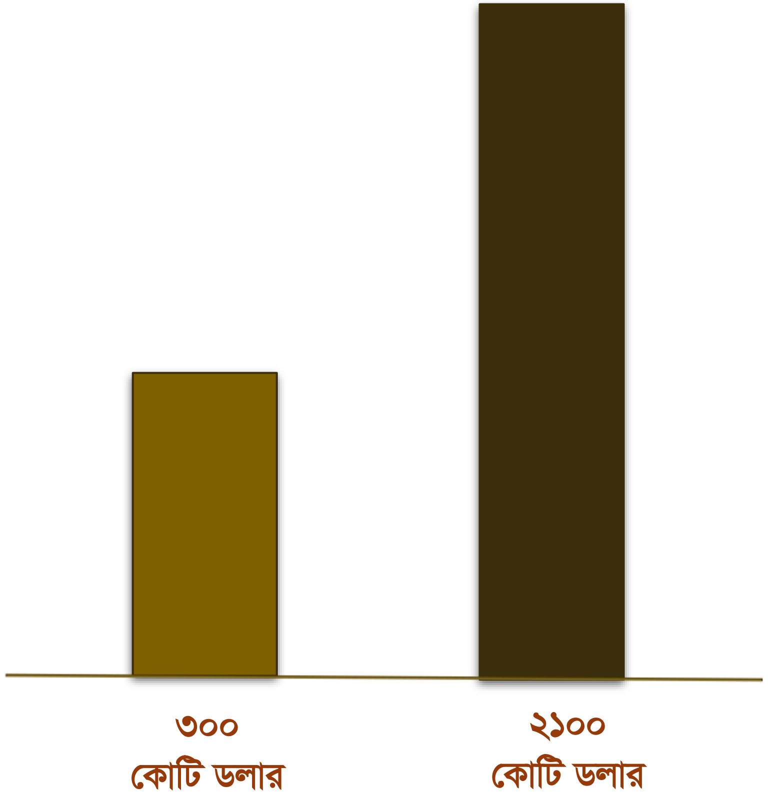

প্রায় ৩০০ কোটি ডলারের এক বাজার বর্তমান স্বর্ণশিল্প। যা ২০৩০ সালের মধ্যে আশা করা হচ্ছে প্রায় ২১০০ কোটি ডলারের বাজারে পরিণীত হবে। যাতে শুধু অলংকারের বাজার হবে প্রায় ১৭০০ কোটি ডলারের।

এক নজরে স্বর্ণশিল্প

- সুদক্ষ প্রায় ২০ লক্ষ স্বর্ণশিল্পীর এক পরিবার যা ইতিমধ্যে বিশ্বব্যাপী সুনাম অর্জন করেছে।
- প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান সৃস্টিকারী এক সম্ভাবনাময় শিল্প। যা সৃস্টি করতে পারে কোটি মানুষের আয়ের উৎস ।
- বর্তমানে ৪০০০০ জুয়েলার্সের এক বিশাল পরিবার।
- দেশীয় চাহিদা পূরন করেও বিদেশে রপ্তানী করার বিশাল সম্ভাবনার শিল্প।

মান নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা

- সবচেয়ে মূল্যবান ধাতু স্বর্ণের অলংকার নারীর সাজসজ্জার পাশাপাশি আর্থিক নিরাপত্তা হিসেবেও ভূমিকা রাখছে।
- সেক্ষেত্রে স্বর্ণের সঠিক মান নিশ্চিত করা আবশ্যক।
- বহির্বিশ্বে রপ্তানি করার জন্য আন্তর্জাতিক মান নির্ণয় অত্যাবশ্যক।
- দেশীয় গহনার আর্ন্তজাতিক মান প্রতিষ্ঠানকে দেয় একটি সঠিক গহনা প্রস্তুতকারক হিসাবে পরিচয় যা তাকে সুদুর প্রসারীভাবে একটি ব্র্যান্ড গড়তে সাহায্য করে।

হলমার্ক

HALLMARK

হলমার্ক

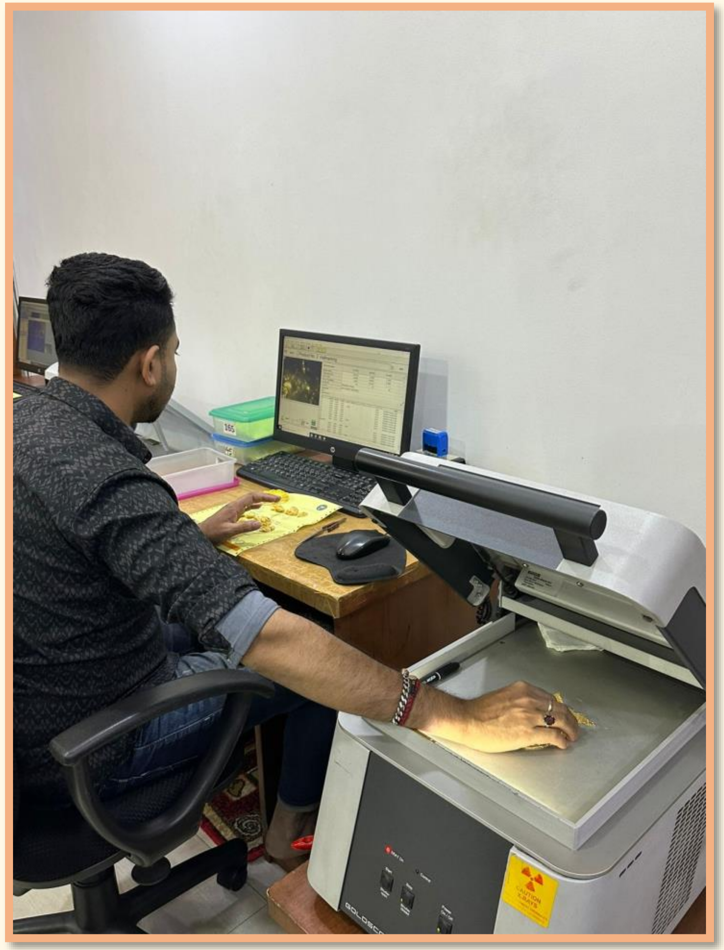

- গহনায় হলমার্ক নিশ্চিত করে আর্ন্তজাতিক মানদন্ড।
- আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন মেশিনে গহনা পরীক্ষা করে **Assay Lab** এ টেস্ট করে ক্যারেট নিশ্চিত করে ।
- গ্রাহকের কষ্টার্জিত টাকায় কেনা গহনার সঠিক মূল্য নিশ্চিত করে।
- হলমার্ক লোগোসহ প্রতিষ্ঠানের নাম ও ক্যারেট সকল কিছু একটি মার্কিং এ উল্লেখ থাকায় তা গ্রাহকের আত্মতৃপ্তি ও দোকানদারের প্রতি তার আস্থা নিশ্চিত করে।

হলমার্ক প্রয়োজনীয়তা

গ্রাহকের কষ্টার্জিত টাকায় কেনা গহনার সঠিক মান নিশ্চিত করে ।

গোল্ড ইন্ডাস্ট্রির উন্নয়নের সাথে আমরা রপ্তানি করলে বাড়বে হলমার্ক করার প্রয়োজনীয়তা এবং তাতে হবে আরো অনেক মানুষের কর্মসংস্থান ।

যখন গহনা পাবে আর্ন্তজাতিক মানের নিশ্চিয়তা তখন তা দেশীয় ভাবমুর্তিকে করবে আরো উজ্জলিত ।

দেশীয় গোল্ড রিফাইনারী থেকে গোল্ড বার নিয়ে দেশীয় স্বর্ণশিল্পীদের হাতের তৈরী অলংকার বিদেশে রপ্তানী করার ক্ষেত্রে হলমার্কের মান বিচার করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশের একটি ।

মান নিয়ন্ত্রনে আমাদের করনীয়

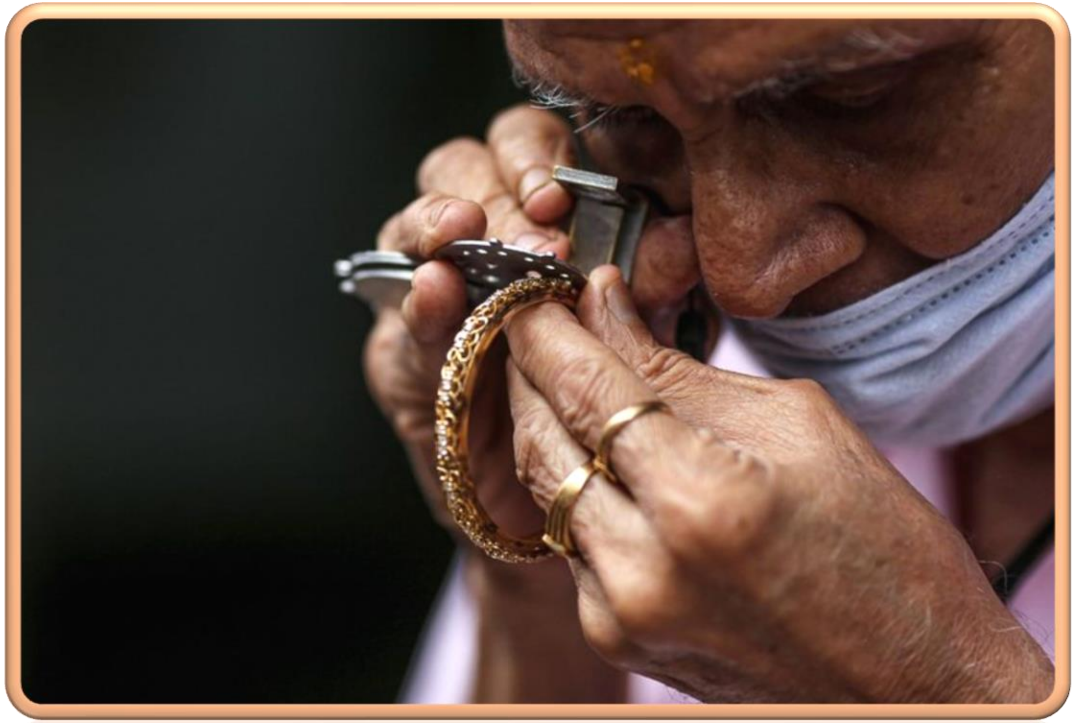

মান নির্নয়ে ল্যাবগুলোকে দেশব্যাপী নিয়ম মেনে জবাবদিহিতার মাধ্যমে পরিচালনা করতে হবে ও বাজুসের জেলা ভিত্তিক সংগঠনকে এর সাথে সম্পৃক্ত করতে সরকারী নীতিমালার সাথে সহযোগীতা নিশ্চিত করলে তা বিশাল এক সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করবে।

নকল হলমার্কিং এর সাথে জড়িতদের কঠোর শাস্তির আওতায় আনতে হবে। নিয়মবহির্ভূত ল্যাব ও নকল স্ট্যাম্পকারী ল্যাব/দোকানদার অথবা কারিগর যে কাউকে আইনের আওতায় এনে শাস্তিবিধান করতে হবে।

মান নিয়ন্ত্রনে আমাদের করনীয়

বাজুসের সাথে সরকারী সংস্থার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। ঢাকা ও ঢাকার বাহিরের ল্যাবের আর্ন্তজাতিক মান নিশ্চিত করতে হবে অবশ্যই এবং তা বাজুসের এ বিষয়ে গঠিত স্ট্যান্ডিং কমিটি সহ সরকারীভাবে গ্রহণযোগ্য আবেদনের ভিত্তিতে মানদন্ড বিচার করে খোলার অনুমতি দিতে হবে।

এই শিল্পকে আধুনিকভাবে বর্হিবিশ্বের সাথে তুলে ধরতে শিল্পটিকে হলমার্কের বিষয়টিকে প্রাধান্য দিতে হবে। বিষয়টি গুরুত্ব অনুধাবন করতে হবে সামাজিক সচেতনতার মাধ্যমে। হলমার্ক করতে হবে বাধ্যতামূলক।

সবাইকে ধন্যবাদ